যে কথা বলতে হবে

রাশেদ খান মেনন

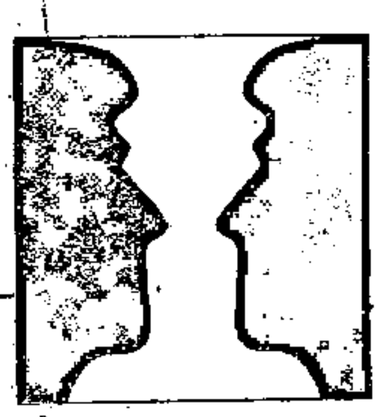

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়

এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের নিম্নহার নিয়ে ত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-রাজনীতিক সব মহলে শেষ আলোচনা চলছে। দেশের সংবাদপত্রগুলো চএসসি পরীক্ষার পাসের এই নিম্নহারকে তকরা ৩৭ ভাগ) 'ফলাফল বিপর্যয়' বলে ভিহিত করেছে এবং তার কারণ অনুসন্ধান করে পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখেছে। ছাত্ররা লাফলের নিম্নহারের এই আকস্মিকতায় চবাচেকা খেয়ে গেছে। কোথাও কোথাও তারা াদের কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ওপর চড়াও হয়েছে। ই 'ফলাফল বিপর্যয়ের' জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কলের ব্যাপারে 'অহেতুক বাড়াবাড়ি'কে দাষারোপ করেছে। কোনো কোনো কলেজের ্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং ছাত্রদের অভিভাবকরাও কেন্দ্র পরিচালনাকারী শিক্ষকদের ওপর রাগ। কারণ তারা পরীক্ষার তদারকে নিযুক্ত 'ম্যাজিস্ট্রেট', 'পরিদর্শক টিম'কে যথাযথভাবে 'ম্যানেজ' করতে পারেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নকল প্রতিরোধের নামে তথাকথিত 'আদর্শবাদিতা' ও 'সাধুগিরি' দেখানোর জন্যও অভিযুক্ত হয়েছেন। যেসব কেন্দ্রে নকল করতে না দেওয়ার কারণে ফলাফলের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিণতি হয়েছে তারা আবার আরেক বিপদেও পড়েছেন। খবর বেরিয়েছে যে সব কলেজের পাসের সংখ্যা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত নির্দিষ্ট হারের নিচে, তাদের বেতনের সরকারি অনুদান বন্ধ রাখা হবে অর্থাৎ শিক্ষকরা বেতন পাবেন না। কারণ বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকরা কার্যত সরকারি অংশের বেতনই পেয়ে থাকেন। কলেজ অংশের টাকা মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকে। এখন শিক্ষক বেতনের সরকারি অংশের টাকা বন্ধ হলে তাদের না খেয়ে থাকতে হবে। শিক্ষক সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ অবশ্য সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে মন্ত্রণালয়ের এই নিয়মকে মেনে নিয়েছে– যদিও তাদের অভিযোগ ও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে নিজেদের বেতন বাঁচাতে ঐ পাসের হার বজায় রাখতে শিক্ষকরা আরো বেশি বেশি করে নকলকে উৎসাহিত করেন। আর এবার এই কথিত 'ফলাফল বিপর্যয়ের' পর বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন বন্ধ করা হলে, ঐ বেতন ছাড় করাতে শিক্ষকরা আগামী পরীক্ষায় কোমর বেঁধে নকল করতে উৎসাহিত করবেন।

সে প্রসঙ্গে সবার আগে যেটা দেখা প্রয়োজন তা হলো, আসলেই পাসের এই নিম্নহার 'ফলাফল বিপর্যয়' কিনা। নাকি ফলাফলের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব চিত্র। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে পাসের এই নিম্নহার মোটেই বিপর্যয় নয়। সঠিকভাবে পরীক্ষা হলে এবং খাতা পরীক্ষা করলে এই হার আরো নিম্নে নামতে পারতো। কারণ নকলের বিরুদ্ধে জনসচেতনতার কারণে অনেক জায়গায় নকল সম্পর্কে কড়াকড়ি হওয়ার ফলে ফলাফলের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় ঘটেছে বলে যে কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে, সেটা সাধারণ ঘটনা নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। প্রতিবারের মতো এবারো এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যাপকহারে নকল হয়েছে। তার সচিত্র প্রতিবেদনও সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। সুতরাং নকল কম হয়েছে বলে পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো ঠিক হবে না। নকল কম হওয়ার কারণে এই ফলাফল বিপর্যয় হয়েছে বলে অভিহিত করা হলে 'নকল'-এর মূল ইস্যু থেকে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হবে।

বস্তুত দেশের শিক্ষা নিয়ে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুর্নীতির যে বিস্তার ঘটেছে এবং শিক্ষা নিয়ে সামগ্রিক যে তুঘলকি কারবার চলছে তা এই নকল ও পরীক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণ। দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার এই দুর্নীতির কারণ রয়েছে মাথাতেই।

যেখানে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে মেধা তালিকায় ম্যানিপুলেশন হতে পারে সেখানে নিচের পর্যায়ে কেন্দ্র কর্মকর্তার নকলের সুযোগদান সাধারণ ঘটনা। আর যে প্রশাসনকে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের আইনশৃঙ্খলা রক্ষারদায়িত্ব দেওয়া হয়, তাদের 'ম্যানেজ' করা ও 'ম্যানেজড' হওয়ার কৌশলটিও নকলের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী। এটা সবাই জানেন যে, কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বিঘ্ন পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্থানীয় ও জেলা প্রশাসনে সবার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা বরাদ্দ রাখতে হয়। ছাত্রদের কাছ থেকে অন্যান্য ফি বাবদ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় যে টাকা আদায় করা হয় তার থেকেই প্রশাসনের জন্য ঐ টাকার সংকুলান করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনকে ঐ টাকা না দিলে পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের এমন বিরাগভাজন হন যে, কেন্দ্রে গণ্ডগোল সৃষ্টি ও এমনকি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটাতেও তারা দ্বিধা করে না। সম্প্রতি লক্ষ্মীপুরে পরীক্ষা কেন্দ্রে গুলিবর্ষণের এই ঘটনা এবং সে সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনৈক সাংবাদিককে হয়রানির ঘটনা নিয়ে মামলা চলছে। ঐ মামলায় এ ধরনের ঘটনার কিছু চিত্র বেরিয়ে আসবে সম্ভবত।

পরীক্ষা কেন্দ্রের ওপর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এই নিয়ন্ত্রণ কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, আশির মধ্যভাগে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় টিএনওর দুই পুত্রকে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের মেধাতালিকায় স্থানলাভের চাঞ্চল্যকর ঘটনা তার প্রমাণ। অবশেষে ঐ কেলেঙ্কারি ধরা পড়ায় তাদের ফলাফল বাতিল হয়েছে। নিয়ন্ত্রণকারী

কর্তৃপক্ষ টিএনওর চাকরি গেছে। কিন্তু ঐ কেন্দ্র ও শিক্ষকদের হয়রানিও কম হয়নি।

পরীক্ষায় নকলের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ও বিশেষভাবে দায়ী। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সমাজপতিরা যখন পরীক্ষা কেন্দ্রের নকলকে কেবল অনুমোদনই করেন না বরং আরো উৎসাহিত করেন, তখন 'নকল'-ই সাধারণ ঘটনা হয়। নকল না হওয়াটাই ব্যতিক্রম হয়। এবারের কথিত ফলাফল বিপর্যয়ে ঐ নকল প্রতিরোধের কথা না বলে যারা শিক্ষকদের পাঠদানের ব্যাপারে অমনোযোগিতা, অযোগ্যতার কথাই কেবল তুলে ধরেন, তখন নকলের এই রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণটি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রেখে যান। শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক অবক্ষয়ের কারণে শিক্ষকের মান, শিক্ষাদান, ক্লাসে উপস্থিতি, ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে তদারকি– শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কেবল নিচের দিকেই নামছে না, বস্তুত ক্ষেত্রে অনুপস্থিত হয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সমাজের। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন না করে কেবলমাত্র সমালোচনা কোনো ফলোদয় করবে না।

এখানে অবশ্য সমস্যাটা আরো গভীরে। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের, সমাজপতিদের ছেলেমেয়েরা এ দেশে লেখাপড়া করে না। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো স্টেইক বা দায় নেই। আর পানি যখন ওপর থেকে গড়ায় তখন এই দায়হীনতা সংক্রমিত হয় নিচের ক্ষেত্রেও— যেখানে স্থানীয় রাজনীতিক ও সমাজপতিরা শিক্ষাব্যবস্থায় যে দুর্নীতি ও লুটপাট চলছে তার ভাগ চান। সে কারণে কলেজ বা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের মতো টাকা ও প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতা চলে। আর ঐ অর্থ ব্যয় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি কেবল নয়, ঐ দুর্নীতির ভাগ নেওয়া পর্যন্ত যে বিস্তৃত হয় সেটা না বোঝার কারণ নেই। এ কারণে শিক্ষকরা ছাত্রদের পাঠদান না করা অথবা শিক্ষার নিম্নমানের জন্য ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের দ্বারা তিরস্কৃত হন না, তিরস্কৃত হন 'নকল' সুবিধার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বোর্ডের পরিদর্শকদের 'ম্যানেজ' করতে না পারার জন্য।

> দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনিয়ম, অব্যবস্থা, দিকহীনতা চলছে তাতে ফলাফল এর চেয়ে আরো খারাপ হতে পারতো। আর যদি ভালোও হতো তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ ঐ ভালোর মধ্যে মন্দের আধিক্যই বেশি।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রতিফলন রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনেও। এখানে কোনো সুবিধিবদ্ধ নীতিমালা ও সুচিন্তিত পথ অনুসরণ নেই। শিক্ষা প্রশাসনের তুঘলকি আচরণও নকলসহ শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতির বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ রয়েছে যে, পরীক্ষায় কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হার পাস করতে না পারলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই যখন অনুশাসন হয় তখন কেবল অনুদান রক্ষার জন্যই যে শিক্ষকরা নকল উৎসাহিত করবেন সেটা অনুমেয়। ঘটছেও তাই। শিক্ষকরা রয়েছেন এখন উভয় সংকটে। নকলের শাঁখের করাত আসতেও কাটছে, যেতেও কাটছে। 'নকল' সুবিধা না দিলে তারা ছাত্র-অভিভাবকদের রোষানলে পড়ছেন, আবার নকল না করতে দিলে পাসের হার কম হওয়ায় তাদের বেতন-ভাতা বন্ধ হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই তুঘলকি সিদ্ধান্ত যে কতো বড়ো ক্ষতির কারণ হচ্ছে তা শিক্ষা

শনিবার ৯

পাকিস্তানের হয়ে

লক্ষ্নৌতে ভারত ও নেপালি নাগ পাঁচজন গ্রেপ্তার

পাকিস্তানের কাছে গে পাচারে জড়িত থাকার পুলিশ দুইজন সাবেক ভ দুইজন নেপালি নাগা গতকাল বুধবার গ্রেপ্তা পাচারে কর্মরত আ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থাকতে করা হচ্ছে। এপি।

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্ত গ্রেপ্তারকৃতরা নেপালের গোপন দলিলপত্র পাঠাচ্ছি অরুণ কুমার বলেন, 'নে পাকিস্তান দূতাবাসের এ গোপন সামরিক তথ্যাদি এজেন্টকে হাতেনাতে হয়েছে।' উত্তর প্রদেশে শর্মা হোটেল থেকে গ সাবেক মেজরসহ তিন নেপালিকে গ্রেপ্তার করা গুপ্তচর চক্রটির প্রাদেশি সঙ্গে এবং কর্মরত সেন নিশ্চিতভাবেই ভালো বলেই কুমার মন্তব্য করে

সুহার্তোর অনু দুর্নীতি মামলা শুরু হবে

ইন্দোনেশিয়ার রহমান ওয়াহিদ বলেছে সুহার্তো দুর্নীতির মামলা হতে অসমর্থ হলে ত বিচার কার্য হতে প নিউইয়র্কে প্রেসিডেন্ট বলেন। এএফপি।

প্রেসিডেন্ট ওয়াহি বিরুদ্ধে চলমান আইনি না। তিনি আরো বলেন বলছে, সুহার্তো অসুস্থ নিজ বাগানে হাঁটা চলা

সেক্ষেত্রে অন্য কো তার অনুপস্থিতিতেই ত উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেও বলেছিলেন, অবশ্যই হবে।

ভারতীয় পুলি

কাশ্মির স যাবৎ নিহ সংখ্যা ৩৪

ভারত শাসিত কা বেশি সময় ধরে চল সহিংসতায় প্রায় ৩৪ হারিয়েছে। গত বুধবা এক দলিলে এ ব এএফপি।

পুলিশের ঐ দলি দশক ধরে চলমান নিহতের সংখ্যা ৩৩ মধ্যে ১৯ হাজার ৭ লোক, ১ হাজার ৭৫ হাজার ৩১৬ জন নির নিহত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন এ সময়ে সর্বমোট হাজারেরও বশি।

পুলিশের দলি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিস্ফোরণে হাজার হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে এবং দুপক্ষের মধ্যকা নিরাপত্তা বাহিনীর পরি ২ হাজার ৭৩৮ জন